অনলাইন হাজিরা দিতে গাছের ডালে শিক্ষক

রাঙামাটি প্রতিনিধি
১৭ জুন ২০২৬, ১২:০০ এএম

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে হাজিরা খাতার ছবি পাঠাতে গাছে উঠেছেন একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকÑ এমন একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছবিটি রাঙামাটির একটি বিদ্যালয়ের। ছবিতে থাকা ব্যক্তিÑ বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি পাকুজ্যাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আবু তাহের।

ওই শিক্ষক জানান, বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষে মুঠোফোনের নেটওয়ার্ক খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাই নেটওয়ার্ক পাওয়ার আশায় পাশের একটি গাছে ওঠেন। গত সোমবার এ ঘটনা ঘটে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিদ্যালয়টি উপজেলা সদর থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে রূপকারী ইউনিয়নে। এটি দুই পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত। পাহাড়ের নিচে ধানক্ষেতের মাঝখানে একটি একতলা ভবনে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলে। বিদ্যালয়ে মুঠোফোনের নেটওয়ার্ক পেতে প্রায়ই সমস্যা হয়।

জানতে চাইলে মোহাম্মদ আবু তাহের জানান, ১৫ জুন থেকে সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনলাইন হাজিরার কার্যক্রম চালু হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতার ছবি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন। পরে সেই তথ্য জেলা হয়ে ঢাকায় পাঠানো হবে।

জানতে চাইলে মোহাম্মদ আবু তাহের গণমাধ্যমকে বলেন, স্কুলে এসে প্রথমে ছাদে উঠলাম, নেটওয়ার্ক পেলাম না। পরে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠেও নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত আমগাছের ডালে উঠি। সেখানে নেটওয়ার্ক পেয়ে কোনোমতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার হোয়াটসঅ্যাপে হাজিরার ছবি পাঠাতে পেরেছি।

আবু তাহের বলেন, পাহাড়ি এলাকার বাস্তবতা বিবেচনায় না এনে অনলাইন হাজিরার এমন নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা কঠিন। নেটওয়ার্ক সমস্যার সমাধান না হলে অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকই নিয়মিত অনলাইন হাজিরা দিতে পারবেন না।

রাঙামাটি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সূত্র জানায়, বাঘাইছড়ি উপজেলায় ১১৬টি সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বাঘাইছড়ি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সঞ্চয়ন চাকমা জানান, প্রথম দিন ৮৮টি স্কুলের অনলাইন হাজিরা এসেছে। ২৮টি স্কুলের ৮৩ জন শিক্ষকের হাজিরা আসেনি। যেখানে ফোর-জি আছে সেখান থেকে অনলাইনে পেয়েছি। নেট নেই এমন স্কুল থেকে এসএমএস করে দিয়েছে।

জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মানস মুকুল চাকমা আমাদের সময়কে বলেন, এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক রিপোর্ট দিতে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার থেকে রাঙামাটি জেলায় অনলাইন হাজিরা চালু হয়েছে। বাঘাইছড়ি উপজেলার পাকুজ্যাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে আম গাছে ওঠে হাজিরা দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গাছে ওঠে হাজিরা দেওয়ার জন্য কাউকে নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। যেসব স্কুলে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যায় সেগুলোর তথ্য নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া যেসব স্কুলে নেটের সংযোগ নেই সেখান থেকে এসএমএসে তথ্য নিচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ দেখভাল করে জেলা পরিষদ। অনলাইন হাজিরা বিষয়ে জানতে চাইলে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজল তালুকদার বলেন, যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্কই নেই, সেখানে অনলাইনে হাজিরা দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। নেটওয়ার্ক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে দুর্গম এলাকাগুলোকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, রাঙামাটি জেলায় মোট ৭০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দিনে ৫৩৮টি বিদ্যালয়ের অনলাইন হাজিরা পাওয়া গেছে। বাকি ১৭০টি বিদ্যালয় এখনও মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে রয়েছে।